অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৩২.৪৮ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩১.৫০ শতাংশ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করছে এবং উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন তরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সাথে দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১৬" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে কিছু পণ্যে পাট জাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩১.৫৪ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩২.৪৮ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২১.৭৩ শতাংশে যা গত অর্থবছরে ছিল ২১.০১ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৮৫২৫.৩ (৭.৩০)	২০০৩৯.৫ (৮.১৭)	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৩৪২৬ (৮.৫৪)	৩০৯০৯ (৯.০৬)	৩৩৭৫৬ (৯.২১)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৭৪৯৩৩.৬ (৬.৫৪)	৭৯৬৩১.৪ (৬.২৭)	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩১২২৫৪ (১০.৭০)	১৪৭৩১৩ (১২.২৬)	১৬৩৯৯৪ (১১.৩২)
মোট	৯৩৪৫৮৯ (৬.৬৯)	৯৯৬৭০৯ (৬.৬৫)	১০৯৬৫১.৪ (১০.০১)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৬৮০ (১০.৩১)	১৭৮২২২ (১১.৬৯)	১৯৭৭৫০ (১০.৯৬)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

শিল্প নীতি ২০১৬

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (Strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে করা পদ্ধতি সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound worklan) জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

বক্স ৮.১ শিল্পনীতি ২০১৬-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ;আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবংবিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি;জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতি প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন। শিল্পনীতি-২০১৬ এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ পূর্ব শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১২৭.৪৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত গড় সূচক দাঁড়ায় ২৭৭.২২। সারণি ৮.২-এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ঃ ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (২০০৫-০৬=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
	১৩৫.০১	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৭৭.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল' এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালে ৬,৩৪,৫৭৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১,৪১,৯৩৫.৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,১৩,৫০৩.৪৩ কোটি টাকার তুলনায় ২৫.০৫ শতাংশ বেশি। একই সময়কালে (২০১৬ সালে) ৪১,৬৭৫টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিতরণকৃত ঋণ ৫,৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা, নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিতরণকৃত ঋণের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬.৪৬ শতাংশ বেশি। সারণি-৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.৩ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন

সহযোগী সংস্থা; জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় আরও ৫টি তহবিল; মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক -ওমেন ফান্ড, নতুন উদ্যোক্তা ফান্ড এবং ইসলামী শরিয়াহ ফান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গুলোর সার্বিক অবস্থা জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সারণি ৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল	৩০৭.০৯	১৫৬.৩০	৫৩৫.৯০	৯৯৯.২৯	২৪৪৯	-	-	২৪৪৯
২	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
৩	বিবি নারী উদ্যোক্তা তহবিল	৩০৫.৭৪	৯১০.৯০	৩৬৪.২৯	১৫৮০.৯৩	৪৯০২	৮৩৯৩	২২১৩	১৫৫০৮
৪	বিবি এক্সটেনশন-নারী উদ্যোক্তা	৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
৫	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০
৬	এডিবি-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪
৭	এডিবি-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩৭৬৫	৭৪৩৫	২৪৪৫	১৩৬৪৫
৮	জাইকা এফএসপিডিএসএমই	৩৫.৭০	৯৯.৪০	৩৭০.৬৩	৫০৫.৭৩	৪৮৬	১১	১৬৬	৬৬৩
৯	নতুন উদ্যোক্তা তহবিল	০.৩০	১২.২৭	১.৫৮	১৪.১৫	১৩৫	-	১৪১	২৭৬
১০	ইসলামী শরিয়াহ তহবিল	২০৯.০০	১৯.৪২	৫৩.৫৮	২৮২.০০	৭১	৪১৩	১২	৪৯৬
সর্বমোট		১৫১৩.১০	২৭১৯.৪১	১৯৫০.৪২	৬১৮২.৯৩	১৯৩৬০	২৬৫২৩	৭৭০২	৫৩৫৮৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

১. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল

ক্রঃ নং	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-সাধারণ									
১	ব্যাংক (২০ টি)	৩৪৮.৬১	২৯১.৪৪	৭০.৪৮	৭১০.৫৩	৩১১২	৩৯৫৬	৮১৮	৭৮৮৬
২	নন-ব্যাংক(২৩ টি)	৩৬.৫০	৩০৬.৮০	১৭২.৪৭	৫১৫.৭৭	১৯১২	১৯৭০	৯৪৯	৪৮৩১
	উপ-মোট	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
খ)বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-নারী উদ্যোক্তা									
১	ব্যাংক (৩৩ টি)	২৬১.০৯	৪২০.৮৯	১৯৬.৩৪	৮৭৮.৩২	৩০৪৭	৫৯৪২	১৫৩৬	১০৫২৫
২	নন-ব্যাংক(২১ টি)	৪৪.৬৫	৪৯০.০১	১৬৭.৯৫	৭০২.৬১	১৮৫৫	২৪৫১	৬৭৭	৪৯৮৩
	উপ-মোট	৩০৫.৭৪	৯১০.৯	৩৬৪.২৯	১৫৮০.৯৩	৪৯০২	৮৩৯৩	২২১৩	১৫৫০৮
গ)বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন-২০১৪									
১	ব্যাংক (২৪ টি)	৪০.৬৯	২৮.৩৯	১৮.৯৭	৮৮.০৪	১৭৪	৬০২	৫১	৮২৭
২	নন-ব্যাংক(১৫ টি)	৪.৬৫	৬১.৩৭	২৫.৯৭	৯১.৯৯	১৮৬	৩৪১	৫৩	৫৮০
	উপ-মোট	৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
	সর্বমোট	৭৩৬.১৯	১৫৯৮.৯	৬৫২.১৮	২৯৮৭.২৬	১০২৮৬	১৫২৬২	৪০৮৪	২৯৬৩২

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

২.Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme (EGBMP) তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৭ টি)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
নন-ব্যাংক (১৫ টি)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
সর্বমোট	**৮০.৩৩**	**১৩২.৪৭**	**৯৯.৮০**	**৩১২.৬১**	**১৩৬৮**	**১৩০৬**	**৪৮৬**	**৩১৬০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩. এডিবি-১ তহবিল

ক্রমিক নং	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৯ টি)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১৮৯৩	১৫৫	২৭০৫
২	নন-ব্যাংক (৭ টি)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
	সর্বমোট	**১৪৪.৪৮**	**১৩২.২৭**	**৫৮.১৯**	**৩৩৪.৯৪**	**৮০০**	**২০৯৬**	**৩৬৮**	**৩২৬৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪. এডিবি-২ তহবিল

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯ টি)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২২৪৬	৫৩১৯	১২৩০	৮৭৯৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১৫১৯	২১১৬	১২১৫	৪৮৫০
সর্বমোট	**-**	**৫৬৮.৩৯**	**১৭৮.৫৬**	**৭৪৬.৯৫**	**৩৭৬৫**	**৭৪৩৫**	**২৪৪৫**	**১৩৬৪৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫. জাইকা তহবিল

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য-মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	মোট
ব্যাংক (২৫টি) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১ টি)	৩৫.৭০	৯৯.৪০	৩৭০.৬৩	৫০৫.৭৩	৪৮৬	১১	১৬৬	৬৬৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে ১৫০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে ঋণ গ্রহীতাকে ১০ শতাংশ সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে, এ তহবিলের আকার বৃদ্ধি করে ২০১২ সালে ২০০ কোটি টাকায়, ২০১৩ সালে ৪০০ কোটি টাকায় এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে ৪৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ২,৪৪৯ টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৯৯৯.২৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট ৩৭টি কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৭. কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণ কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ২৭৬ জন উদ্যোক্তাকে ১৪.১৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

৮. ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৫০১ জন উদ্যোক্তাকে ২৮২.৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

এসএমই (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় এসএমই ঋণের নিম্নসীমা হ্রাস করে ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন নতুন ক্লাস্টার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একটি ক্লাস্টার উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি ব্যাংককে মূল ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের জন্য এ খাতের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএমই খাতে যুক্তিসঙ্গত গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- উদ্যোক্তাদের অভিযোগ জ্ঞাত হওয়া ও নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে একজন ফোকাল কর্মকর্তা নিয়োগ করে কর্মকর্তার নাম প্রত্যেক শাখায় প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এসএমই মনিটরিং সেল কার্যরত রয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫ শতাংশ) এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ পরিচালিত স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল 'বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল' এর আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'এফএসপিডিএসএমই' প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদ হার হ্রাসকৃত রেট ১০ শতাংশ (ব্যাংক রেট + ৫ শতাংশ)-এ নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's Dedicated Desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।
- ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Skill for Employment Investment Programme (SEIP) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে আগামী ৩ বছরে ২,৩০,০০০ জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ১০,২০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ন্যূনতম ৭০ শতাংশ ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রশিক্ষিতদের অধিকাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।
- নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অধিকতর প্রবেশগম্যতা

নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তা যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ন্যূনতম একজনকে প্রতিবছর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

খ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে মোট ২,৯০৬ টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৬,৪৪২ টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,১৮১.৯৯ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯৩.২৫ কোটি টাকা এবং ৪৮৪.৮১ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৫০৩.৯৩ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৫০,৬০৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশে বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫,৭৯৯টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,০৪০টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,৪২০টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৭৪টি শিল্পনগরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০,১৭৮.১৭ কোটি টাকা। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৪৫,৮৭৯.৭৪ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৪,৯৩০.৯১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এই সবই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ২,৬৯৩.৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে। সারণি ৮.৫ -এ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
২০০৯-১০	১৪,১৯৯	২৭,৩৬১	৩.৯৩
২০১০-১১	১৪,৭৯০	২৯,০২৮	৪.৪৫
২০১১-১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬
২০১৪-১৫	১৯,৩৮০	৪৩,৮৫৮	৫.৫০
২০১৫-১৬	২০,১৭৮	৪৫,৮৭৯	৫.৬৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিসিকের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাব-কণ্ট্রাকটিং কার্যক্রম, লবণ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিসিক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত) তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,১৬৬ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, এই সময়ে সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯.৮৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। এতে দেশের প্রায় ৯.৮৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৩,১০২ জন লবণ চাষিকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে ৬৪,১৪৭ একর জমিতে ১৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ চাষের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি লবণ মৌসুমের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। লবণ উৎপাদন

মৌসুম সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিসিক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪৩১টি শিল্প ইউনিটের বিপরীতে ৪৫১.২৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিসিক কর্তৃক মোট ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ রসায়নশিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৮টি সারকারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারিওয়্যার কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল সহ মোট ১৩টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাধীন কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০ শতাংশই সার - যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয়/বিদেশি যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের সার্বিক সহায়তাদানে বিসিআইসি'র এক বিরাট গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য আছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র সাথে যৌথ উদ্যোগে ৮টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে এবং ২টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১৩টি কারখানায় ১,০৫৬.৯৩ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৯৪৩.৬৮ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৯ শতাংশ । একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১,৪১৭.৭৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৩৪ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ছিল ৫২.২১ কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫,৮৬,৪০৩ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ৭৬,৫০৫ মেঃ টন টিএসপি ও ২৩,৯৬৭ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। তাছাড়াও আলোচ্য সময়ে ৫,২২৯ মেঃ টন কাগজ, ৩২,৪১০ মেঃ টন সিমেন্ট, ৯.২৭ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৪২৬ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৩৬৩ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ২১১ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। সারণি ৮.৬ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৬ ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেঃ টন)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০০৯-১০	১২২৫০০০	১০৫৬১০২	৮৬	২৯৫১০০০	২৪০৯২৭৮	৮২	১৪৯০৮৩৭
২০১০-১১	১৯০০০০০	৯০৮৮৩৭	৪৮	২৮৩১০০০	২৬৫৫২৪৫	৯৪	১৮১৩৯৮৬
২০১১-১২	১১২০০০০	৯৩৩৬৮৬	৮৩	৩০০০০০০	২২৯৬৪৫৭	৭৭	১২৭৯৪৩৯
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৬৭০৮	৯০	১৩১৪২৩১
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৭৩০৮১১
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮৮১৫১৭
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১২৯২৯১৯
২০১৬-১৭ *	৬৪৩৫০০	৫৮৬৪০৩	৯১	২২২৬৫৯০	১৮৫৫২৮৮	৮৩	৬৩১৯১০

উৎসঃবাংলাদেশ রসায়ন ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল এর স্থলে ''ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প'' নামক নতুন সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। নতুন সার কারখানা স্থাপিত হলে দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণ হবে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ১,০০০ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০,০০০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারী ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং

কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংস্থাটির কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনিকলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.১৬ লক্ষ মেঃটন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারী ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৩০.৩৩ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিষ্টিলারী পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১,১০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬৯৭.৪৬ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮৫৬.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং পুরাতন চিনিকলসমূহের কার্যদক্ষতা বজায় রাখা ও উপজাতভিত্তিক শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে চিনিকলসমূহের আয়বৃদ্ধির জন্য ৫টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । চলতি অর্থ বছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৩৭.৬৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, যথা-বৈদ্যুতিক কেবলস্, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ইত্যাদি উৎপাদন করে। দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন, জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন (ISO সনদ প্রাপ্ত) এবং ক্রেতাদের নিকট সমাদৃত।

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। ৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩১৯.২৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ২৮০.৮৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৮৬৬.২৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ৮.৭ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.৮ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৭ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (জুলাই-জানু)	২০১৬-১৭ প্রাক্কলিত বাজেট
মুনাফা	৮১.৯৩	৮৬.৫১	৯১.৪০	১০৫.৫৯	৯৮.৮৮	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	১৮.১৭	**১১৬.১৯**
লোকসান	(২.৯০)	(৪.৬১)	(১৩.৬৮)	(১০.৬২)	(৯.৩০)	(১২.৯৬)	(৯.১৯)	(১৮.১৮)	০.০০
নীটলাভ/(লোকসান)	৭৯.০৩	৮১.৯০	৭৭.৭২	৯৪.৯৭	৮৯.৫৭	৭১.৫৭	৮৬.২২	(০.০১)	**১১৬.১৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

সারণিঃ ৮.৮বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণবিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (জুলাই-জানু)	২০১৬-১৭ প্রাক্কলিত বাজেট
কর ও শুল্ক	৩৪১.৩৬	৪৯৪.৭৮	৪৭২.১১	৪৩৪.৩৪	২৫৬.৯৮	২৪৫.৬৬	২৪৩.১৩	১৩৩.৩৯	৩৭০.৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর অধীনে ৩টি রাবার জোন আছে। যথাঃ চট্টগ্রাম, সিলেট ও শেরপুর জোন। চট্টগ্রাম জোনে ৮টি, সিলেট জোনে ৪টি এবং শেরপুর, টাংগাইল জোনে ৫টিসহ সর্বমোট ১৭টি রাবার বাগান আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম রাবার জোনের আওতায় রাঙ্গুনীয়া রাবার বাগানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে মোট রাবার বাগান সংখ্যা ১৮টি। জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কর্পোরেশের নিয়ন্ত্রনাধীন কৃষি ও শিল্প ইউনিট কর্তৃক পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে ৫,৫৯৩.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ও কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাজারে ৫,১৩৭.৬৮ লক্ষ টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয়েছে। কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাবার বাগান ও শিল্প ইউনিটের জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মজুদ মাল রয়েছে যার মূল্য ৫,৩০৭.১৭ লক্ষ টাকা।

গ.বস্ত্র খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যৌথ ভাবে নিয়োজিত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক। তৈরি পোশাক খাত হতে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮২ শতাংশ আয় হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক খাত হতে রপ্তানি আয় ২৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপিতে ৭.৮১ শতাংশ অবদান রাখছে। রপ্তানি মুখী তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ ওভেন কাপড় দেশীয় ওভেন শিল্প কারখানা হতে মেটানো হয়।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট ৮,২৫৪.২৬ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯৭১.৩৪ লক্ষ কেজি। নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৭৮.৯৯ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৯ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.৯ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থ বছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমান
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০০৮-০৯	১৭৬৫১২	১৯	২৩.৩৫
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭*	১৯৮৭৯২	২২	১৪.২১

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

বিটিএমসির সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোর মধ্যে কয়েকটি মিলের উৎপাদনক্ষমতাও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বন্ধ মিল হতে কিছু ভাল মেশিনারী/যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করায় ইতোমধ্যে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদিত সুতার গুনগত মান উন্নত হয়েছে। যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিকায়নে বিটিএমসির বন্ধ মিলসমূহ চালুর বিষয়ে বিভিন্ন দেশি/বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে। চায়নার স্যাংটেক্স হোল্ডিং কোম্পানি, উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে একাধিক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ বিনিয়োগে পরিচালনার আওতায় প্রাথমিকভাবে ৬টি মিল যথাঃ আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, আর.আর টেক্সটাইল মিলস, কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস এবং টাঙ্গাইল কটন মিলস চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫.০৬ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৩.১৩ লক্ষ তাঁত সচল, অবশিষ্ট প্রায় ১.৯২ লক্ষ তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,২২৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহকল্পে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে ৪২,১৬৬ জন তাঁতিকে ৫৮,৯৪৬টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৬৭৪৩.০৭লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৪৬৮৫.৮৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৬৯.৪৫ শতাংশ। তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ইতোমধ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সব প্রকল্প দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি,বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আবাসন পল্লী/আদর্শ রেশম পল্লী, চাকী রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করে ৬.৫০ লক্ষের অধিক গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী তথা মহিলাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি সংস্থা একিভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। বোর্ডে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান এবং ৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষের বিভিন্ন কলাকৌশলের উপর রেশম চাষি, তাঁতি/রিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পলুপালন সামগ্রী সরবরাহসহ তা' সংগ্রহে অর্থায়ন সহায়তা দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১০-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.১০ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষসংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণপ্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০০৮-০৯	৪.০৩	১.৫৬	০.৭৫	-	-
২০০৯-১০	৫.৫০	১.৪৭	১.২৯	-	-
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষসংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণপ্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ২৩১.৩০ আদায়ঃ২০৫.৩৯	বিতরণঃ৪১.২৭ আদায়ঃ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১.৪৬	০.১২	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭*	২.৪৭	০.৫২	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

ঘ.পাট খাত

পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও বিধিমালা-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে দেশের ৪৪টি জেলার ২০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত করছে। পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। পাট অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণী সারণিঃ ৮.১১ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণী সারণি ৮.১২-এ দেয়া হলোঃ

সারণিঃ ৮.১১ কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

(ক) কাঁচাপাটঃ

বছর	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি মূল্য	
			কোটি টাকা	কোটি মার্কিন ডলার
২০১৪-১৫	৭৫.০১	১০.০১	৮১৬.৭৪	১০.৪৮
২০১৫-১৬	৭৫.৫৬	১১.৩৭	১০৫৪.৪০	১৩.৫০
২০১৬-১৭ *	৮৮.৮৯	৭.৫৫	৭২৭.৬৪	৯.৩৩

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণিঃ ৮.১২ পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

(খ) পাটজাত পণ্যঃ

বছর	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	রপ্তানি (লক্ষ মেঃ টন)	রপ্তানি মূল্য	
			কোটি টাকা	কোটি মার্কিন ডলার
২০১৪-১৫	৮.৬৫	৮.১৮	৫৬০২.১৬	৭১.৮২
২০১৫-১৬	৯.৬৩	৭.৪২	৫০৬১.৪৬	৫৭.৮৫
২০১৬-১৭	৪.০৯	৩.৩২	২৫৬১.৫৫	৩২.৮৪

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ৮২টি পাটকল নিয়ে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন গঠিত হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল-কারখানার সংখ্যা মোট ২৬টি। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ০.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১.১০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৫১৪.৭৮ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৬৫৪.৭৪ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ০.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ২০২.১০ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৫০২.৭৮ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উচ্চ মূল্য সংযোজিত উন্নতমানের বহুমুখী পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালের মার্চ মাসে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়।

জেডিপিসি'রমূখ্যকার্যক্রমঃ

- পাট ও পাট পণ্য সামগ্রী বহুমুখীকরণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ ও সরবরাহ করণ;
- উচ্চমূল্য সংযোজিত পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মূলধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান;
- পাট পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণে বিপণন ও প্রচারণা মূলক কার্যক্রম।

ঙ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতে দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড (চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড) রয়েছে । ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ইপিজেডসমূহে সর্বমোট ৫৮৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে ৪৫৯ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১২৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৭২টি, ঢাকা ইপিজেডে ১০২টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪১টি, উত্তরা ইপিজেডে ১২টি, মংলা ইপিজেডে ২০টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১৫টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪৮টি এবং আদমজী ইপিজেডে ৪৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৪,২১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২১৬.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৫৭.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানির পরিমাণ ৪,২২৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৬৩,৫৪৮ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৩-এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৩ ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৭২	১২	১৫২০.১৯	২৫৬৬০.৩৪	১৯৩৮৬৯
ঢাকা ইপিজেড	১০২	৯	১২৬৯.৪৬	২১৮৬৩.৯৯	৮৮৫৭৮
কুমিল্লা ইপিজেড	৪১	৩০	২৬৭.৯২	১৯০১.৯২	২৫৬০৭
মোংলা ইপিজেড	২০	১৬	৪৫.৭৬	৪৭২.২২	১৯২৬
উত্তরা ইপিজেড	১২	১০	১৩২.২৯	৪৯৫.০৩	২২৬৯১
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৫	১৮	১০৫.৮৫	৫১৬.৬২	৮০৮৩
আদমজী ইপিজেড	৪৯	১৭	৪০৭.২৭	২৬৫৮.৫৩	৫৩১১৮
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৮	১৬	৪৬৭.০০	৩৪৭৩.২৬	৬৬৭৯৬
মোট	৪৫৯	১২৮	৪২১৫.৭৩	৫৭০৪১.৯১	৪৬৩৫৪৮

উৎসঃ বেপজা

সারণি ৮.১৪-এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৪ ইপিজেডে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোশাক শিল্প	১১৪	১৫৩৫.৩৯	২৬৯৯৪০
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৮৯	৫৪৭.২২	২৫৬৮৪
৩.	টেক্সটাইল	৪০	৬২৮.৭৮	২৬৪৮৭
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩৫	৩২২.৩৬	৩৪৪৬৬
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	৩৩	২৫২.৪১	৩৬৬৯৩
৬.	টেরি টাওয়েল	১৮	৮৭.৭১	৭৯৭৬
৭.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য	১৮	১৫০.৬০	৪৩৬৬
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	৬১.৪৪	৫১৭১
৯.	ধাতব শিল্প	১৩	৫২.৬৮	২৮৩৭
১০.	তাবু	১০	৮০.৯৩	১১৭৯৯
১১.	সেবা খাত	৯	৪৫.৩২	৯২২
১২.	কৃষিজাত শিল্প	৮	৪.০৯	১৫৭
১৩.	টুপি	৬	৬০.৩২	৮৪২৬
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৬	২২.০০	৫৫১
১৫.	আসবাবপত্র	৩	৪৯.২০	১৭০২
১৬.	মোড়ক সামগ্রী	৩	২.২০	১৪৬
১৭.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১০০.৩০	১২৯
১৮.	রশি	২	১১.২৪	৫০৭
১৯.	স্পোর্টস পণ্য	২	৯.০৯	৫৩৫
২০.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪০.৬৯	৯৯৪
২১.	খেলনা	১	২৮.৭৪	৩১২৯
২২.	বিবিধ	৩২	১২৩.১১	২০৯৩১
	সর্বমোট	৪৫৯	৪২১৫.৭৩	৪৬৩৫৪৮

সারণি ৮.১৫-এ ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেড বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৫- ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ *
ঢাকা	বিনিয়োগ	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৪৭.৪৬
	রপ্তানি	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯০	১৩৮০.০০
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৪৭.২২	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১১০.৭১	৫৩.৯৩
	রপ্তানি	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২৪১৯.৭১	১৪৩৭.৫৩

ইপিজেড		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ *
মংলা	বিনিয়োগ	০.৯৬	০.০১	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	৪.৬৭
	রপ্তানি	৭.০৬	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৬	৩৩.১৬
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	৮.২০	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	১৩.২৪
	রপ্তানি	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	২২০.৩১
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.১৭	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	১৮.২৭
	রপ্তানি	০.২৪	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮০	১৩৯.৫২
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	১৪.০৪	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	৯.৩২
	রপ্তানি	০.৭৯	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৪	৬১.৮৬
আদমজী	বিনিয়োগ	২১.০৭	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৩৬.০৯
	রপ্তানি	৬০.১৩	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৪০৭.৩০
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৮৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৩৩.৯৬
	রপ্তানি	৩৯.১৩	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৫৪৪.৭৫

সূত্রঃ বেপজা, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

এ যাবত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, ডেনমার্ক, কুয়েত, রুমানিয়া, পর্তুগাল, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, মরিশাস, ওমান, ক্যামন আইল্যান্ড, কানাডা, স্পেন, মালটা ও বাংলাদেশসহ ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা,হিনো গাড়ির), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ, চিরুনি, কলম, আইল্যাশ, পাটজাত দ্রব্য, মেডেল, চাবির রিং ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে এ পর্যন্ত ৬টি ইপিজেডে প্রায় ২৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন ও ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড' ঢাকা ইপিজেডও চট্টগ্রাম ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বেপজা প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৭৫ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল এবং রাস্তায় ৭৮৫টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৩ সালে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটার (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন বিল-২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে পাশের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিষ্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম , ইনটার-এক্টিভ (Interactive) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Metering System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Automated Access Control Gate স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone category-তে

তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন, জুন-জুলাই'১০ সংস্করণ)। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the future 2012/2013 ক্যাগাটরিতে নবম স্থান অর্জন করেছে।

চ. অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বাংলাদেশ বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৪ টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১২৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগীতায় ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২৬৭টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৯১০ ব্রান্ডের প্রায় ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। সারণি ৮.১৬-এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৬ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধেরকাঁচামাল	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৩৪৭.১৭	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৩৩২.৫৫	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৮১২.৫০	১৯৫.৫৮	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

ছ. শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ,গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে মেট্রোলজি ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান।

বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) পর্যন্ত মোট ৪৪৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ৬২৩টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৯৩২টি মামলা দায়ের করা হয় এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে মোট ৩৩৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ২০৪টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ৮৭৮টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় সর্বমোট ৩৪৮.৫২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। বিএসটিআই'র প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আওতায় অক্টোবর, ২০১৪ সালে ১৪টি পণ্যের জন্য ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন পাওয়া গেছে। বিএসটিআই'র উল্লেখিত ল্যাবগুলোর কার্যক্রম ভারতের NABL থেকে সন্তোষজনক হওয়ায় আগামী ১৪ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অ্যাক্রিডিটেশন এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মোট অ্যাক্রিডিটেড পণ্যের সংখ্যা ২৭টি এবং প্যারামিটারের সংখ্যা ১৬১টি। এছাড়া Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই'র এর National Metrology Laboratories (NML) এর ৬টি ল্যাবকে গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করেছে। বিএসটিআই-এর Management System Certification Scheme (MSCS) এর কার্যক্রম নরওয়েজিয়ান অ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেশন

পেয়েছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001,পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর ৪০টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় বিএসটিআই-এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ইতোমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। জার্মানীর GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বিএসটিআইতে একটি আধুনিক Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

'Modernisation and Strengthening of BSTI' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপিত হচ্ছে। এছাড়া জিওবি এর অর্থায়নে ২টি প্রকল্পের আওতায় বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়ে CNG Mass Vertification Laboratory এবং JDCF ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় Chemical Metrology Laboratory (CML) স্থাপিত হচ্ছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

একটি বিশেষায়িত সরকারি সংস্থা হিসেবে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনসহ মেধাসম্পদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলীও এ অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এবং পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা, ১৯৩৩ মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন, ২০১৫) ও ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনও এ অধিদপ্তরে করা যায়। মেধা সম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শিল্পোন্নয়নে এর ভূমিকা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। SDG (Sustainable Development Goal)-এর Goal 9 এ মেধাসম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জুলাই, ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিসমার্ক এবং ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের মোট দরখাস্ত প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ২৫০টি, ৮৯৮টি, ৬৭৭২টি ও ১১টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ৬০টি, ৪৬০টি, ২১৫৩টি এবং ১টি। বর্তমানে অধিদপ্তরে নতুন পেটেন্ট আইন ও নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের আয় প্রায় ১১.১৭ কোটি টাকা যা গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল ৯.৭১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৪.২৪ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৬.১৭ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানায় স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান এবং বয়লার মালিকদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা অত্র দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। সাধারণত সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানি, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্র দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে ।

দেশে বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বয়লারই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। দেশে ছোট আকারের ও স্বল্প চাপের বয়লারসমূহ তৈরি হয়। এ দপ্তর দেশিয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে এবং বয়লার প্রস্তুতকালীন সময়ে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩,০৮৯টি বয়লার পরিদর্শনপূর্বক নবায়ন সনদ প্রদান, ৪২৪টি বয়লার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান, ১৭২টি স্থানীয়ভাবে তৈরীকৃত বয়লার

পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান এবং ২৪৭ জন বয়লার পরিচারক প্রার্থীকে বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৩.০৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

দেশীয় ও বহুজাতিক বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে (Quality Infrastructure),সাজুয্য নিরূপন পদ্ধতি Conformity Assessment প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবংব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিএবি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ইতোমধ্যে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীর ৩৯টি টেস্টিং, ৫টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি ও ১টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা ও ১টি পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা মূল্যায়নের (Assessment) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। ফলে দেশের পরীক্ষার কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিএবি বিগত দুই বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 17021, 17024, 17043 উপর ৮টি অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১৪টি অন্যান্য কারিগরি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে কোর্সে মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছেন। বিএবি এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গত অর্থ বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। ভবিষ্যতে বিএবি'র কর্মপরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করে, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি-বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি।

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন কল্পে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় যুবক-যুবতীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে ঘরে ঘরে চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক 'Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through Hands on Technical Training Highlighting Women (2nd Revised)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বাস্তবায়নাধীন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫৯৭ জন মহিলা এবং ৮৪১ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ৩,০০৭ জন পুরুষ ও ৩,০১৯ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬,০২৬ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে স্বাবলম্বি হচ্ছেন।

বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বিটাক এখাত থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৯০৩.৫৬ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পক্ষান্তরে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে ১,৯৯৩.০২ লক্ষ টাকা আয় করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২,২০০.০০ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১,১৫৩.৮৪ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর। জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা।

প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও

সদস্যভুক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ১,৭২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় এতে ১৬৩ জন অংশগ্রহণ করেন। কারখানায় কিউসি ও ফাইভ-এস কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় ১৭টি। ১০টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন, ১৬টি সচেতনতা প্রচারাভিযান, ১৯,৮০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, বেসরকারি ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা এবং ৪৮টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)-৪১ জন। এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৩টি। এতে অংশগ্রহণ করেন ৭৬ জন। নিজ নিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত ১৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয়বারের মত ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে এপ্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কর্ম এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষত শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নির্বাহী পর্যায়ের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিআইএম জাতীয় পর্যায়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিআইএম ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয়মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিআইএম ৬০,০০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩৫টি স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০০৮ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, ৫টি এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৬ সেশনে ৭৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২০১৭ সালে ৮৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ডিপ্লোমা ইন কোয়ালিটি এন্ড প্রডাক্টিভিটি বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৬ সালে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান করা এবং ২০১৭ সালে ১৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে।

জ. শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.১৭: শিল্পঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৮-০৯	৪৫০২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৯৭.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭ *	১১১৯৮৬.৪৮	৩২৬২০.১৫	১৪৪৬০৬.৬৩	৯৪৯৮৬.৯৫	২৬১০২.৩১	১২১০৮৯.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়কালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,৪৪,৬০৬.৬৩ কোটি টাকা ও ১,২১,০৮৯.২৬ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।